চরিত্র গঠনের উপায়

(Ethics & Morality)

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত।
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা।

পরিমার্জনে

ড. মুহাম্মদ মুয্‌যাম্মিল আলী
ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন
ড. মুহাম্মাদ আবদুস্ সামাদ
ড. মো: মুহ্‌সিন উদ্দিন

সবুজপত্র

প্রকাশকের কথা

চরিত্র গঠনের উপায়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা। চরিত্রের নৈতিক ভিত্তির উপর মজবুত থাকার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায়। চরিত্র আপনা-আপনি উন্নত বা অনুপম হয় না। এর জন্য অধ্যবসায় ও চর্চার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে অনুপম চরিত্রের জন্য অর্জনীয় ও বর্জনীয় উপাদান সম্পর্কে জানতে হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা চর্চা করতে হয়।

নৈতিক অবক্ষয়ের সয়লাবে আমাদের বর্তমান সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্র ডুবে আছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজের মাঝে চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্কট প্রকট রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যথাযথ নৈতিক শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে জাতির ভবিষৎ কর্ণধার এই তরুণ-তরুণীদের আদর্শিকভাবে গড়ে তোলা অপরিহার্য।

উন্নত নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম নমুনা হলেন, আমাদের প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (স)। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবের মাঝে ইনসানিয়াতের জন্য প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য সবটুকু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি পরিপূর্ণভাবেই দিয়েছিলেন। অন্যদিকে অকল্যাণ ও ক্ষতিকর যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে পবিত্র। আর এ জন্য মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ তাআলা আখেরি নবী মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

অত্র গ্রন্থের সম্মানিত লেখক জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায় দীর্ঘ সময় চরিত্রের ভালো-মন্দ উপাদানের উপর 'ইসলামিক এথিক্স' নামক কোর্সে পাঠদান করে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবেও এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও পড়াশোনা রয়েছে। লেখকের দীর্ঘ দিনের অধ্যাপনা পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থখানি।

একজন আদর্শ মুসলিমের জন্য অর্জনীয় যেসব বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে এবং যেসব বর্জনীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে তা কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ ও বাস্তব যুক্তি-উপমার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে অত্র বইয়ে। একই সাথে এসব বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য-উপকারিতা এবং ক্ষতিকর দিকও আলোচনা করা হয়েছে।

এ ধরনের একটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের তাওফীক লাভের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অর্জন এবং এর মাধ্যমে আখিরাতে নাজাতের যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠার তাওফীক দান করুন। আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

উৎস-নির্দেশ

কুরআন কারীমের সূত্রে সূরা নম্বর, নাম ও আয়াত নম্বর লেখা হয়েছে। [যেমন- সূরা ২; বাকারা ১০]

হাদীসের রেফারেন্সে যে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিম্নোক্ত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

বুখারী	:	খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর - ফাতহুল বারীসহ হাদীসের নম্বর - ফুয়াদ আব্দুল বাকী
মুসলিম	:	ফুয়াদ আব্দুল বাকী
তিরমিযী	:	আহমদ শাকের ও অন্যান্য
ইবনে মাযাহ	:	ফুয়াদ আব্দুল বাকী
নাসায়ী	:	আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
আবূ দাউদ	:	মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামদী

[যেমন- তিরমিযী, ১/১৫, নং ৭০। অর্থাৎ তিরমিযী গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫ নম্বর পৃষ্ঠা এবং হাদীস নম্বর ৭০।]

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
মূল্যবোধ ও আখলাক

১.১	আখলাক পরিচিতি	২১
১.২	আখলাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	২৩
১.৩	মুহাম্মদ (স)-এর অনুপম চরিত্রের নমুনা	৩০
১.৪	মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৩২
১.৫	আখলাক উন্নত করার উপায়	৩৪
১.৬	শরী'আর আলোকে চরিত্র গঠনের জন্য কিছু উপদেশ	৩৪
১.৭	চরিত্র সুন্দর করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ	৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
চরিত্রের ভালো উপাদান

২.১	অন্যের দোষ গোপন	৩৯
২.২	অল্পে তুষ্টি	৪০
২.৩	আত্মত্যাগ	৪৩
২.৪	আমানত	৪৪
২.৫	ইহ্সান	৪৬
২.৬	উচ্চাকাঙ্ক্ষা	৫০
২.৭	ওয়াদা পূরণ	৫১
২.৮	কর্মোদ্যম	৫৫
২.৯	কলুষমুক্ত অন্তর	৫৬
২.১০	ক্ষমা করা	৫৯
২.১১	গোপনীয়তা রক্ষা	৬৩
২.১২	চারিত্রিক স্বচ্ছতা	৬৪
২.১৩	তাওবা	৬৮
২.১৪	তাকওয়া	৭৩
২.১৫	দয়া	৮৩
২.১৬	দৃঢ়চিত্ততা	৮৫

২.১৭	ধীরস্থিরতা	৮৭
২.১৮	নীরবতা পালন	৮৯
২.১৯	ন্যায়বিচার বা আদল	৯০
২.২০	পরহেযগারী	৯৫
২.২১	পরার্থপরতা	৯৬
২.২২	পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা	৯৮
২.২৩	বিচক্ষণতা	৯৯
২.২৪	বিনয় নম্রতা	১০১
২.২৫	বীরত্ব	১০৩
২.২৬	ভদ্রতা	১০৫
২.২৭	ভাব গাম্ভীর্য	১০৮
২.২৮	ভালো কাজ	১১০
২.২৯	ভালোবাসা	১১২
২.৩০	মহত্ত্ব	১১৫
২.৩১	মহানুভবতা	১১৬
২.৩২	রসিকতা	১১৮
২.৩৩	লজ্জাশীলতা	১১৯
২.৩৪	শান্তভাব	১২২
২.৩৫	স্পষ্টভাষী	১২৩
২.৩৬	সততা	১২৫
২.৩৭	সদুপদেশ	১২৯
২.৩৮	সবর	১৩১
২.৩৯	সমবেদনা বোধ	১৩৫
২.৪০	সময়ানুবর্তিতা	১৩৭
২.৪১	সহনশীলতা	১৪৫
২.৪২	সহযোগিতা	১৪৬
২.৪৩	সু-ধারণা পোষণ	১৫১
২.৪৪	হাস্যোজ্জ্বল ভাব	১৫৩
২.৪৫	হেক্‌মত	১৫৪

প্রথম অধ্যায়

মূল্যবোধ ও আখলাক

(১.১) আখলাক পরিচিতি

আরবী خُلُقٌ (খুলুকুন) শব্দ হতে বহুবচনে أَخْلَاقٌ (আখলাক) শব্দটি আগত। 'খুলুকুন' শব্দটি খাল্‌কুন বা খালকান শব্দ থেকে চয়িত হয়েছে। খালকান শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ হলো সৃষ্টি করা, অস্তিত্ব দান করা বা গঠন করা। কিন্তু আখলাক শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ খুলুক শব্দের অর্থ হলো জন্মগত বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রাকৃতিক সুকুমার বৃত্তি, মেজাজ, নীতিবোধ, নৈতিকতা, স্বভাব ও চরিত্র।

আখলাকের এ সকল অর্থসমূহের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় যে শব্দটি অধিক ব্যবহৃত তা হলো Character (ক্যারেক্টার)। এর অর্থ 'ওয়েবস্টার ডিকশনারি' অনুযায়ী একটি বিশেষ স্বভাব ও প্রবণতাকে বুঝায় এবং গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি, স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহারের ধরন, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সুনাম এসব কিছুই আখলাকের অর্থ প্রকাশ করে। শব্দটির ব্যাখ্যায় 'অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে' বলা হয়েছে, চরিত্র হলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির সমাহার, যা তাকে অন্যদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বত্তা দান করে। এটি এমন একটি গুণ, যা কোনো ব্যক্তিকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহসী করে তোলে।

খুলুক এর মূল অর্থ হলো জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের ভিতরগত গুণ বা চরিত্র। মানুষ মূলত: দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট।" মানবদেহ প্রকাশ্যে দেখা যায়. কিন্তু আত্মা (রূহ, ক্বালব এবং নাফ্‌স) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। মানুষের আত্মার উপরই তার মানবীয় গুণাবলি নিহিত থাকে। আখলাক তার আত্মার অবস্থার ব্যাখ্যা করে। আত্মার প্রকৃতির উপরই আখলাক নির্ভর করে। অন্য কথায় কারো আত্মা উন্নত বলে বলা যায় তখনই, যখন তার চরিত্রও উন্নত হয় এবং তার আত্মা যদি উন্নত না হয় তাহলে বলা যায় তার চরিত্রও ভালো নয়।

ইমাম গাজালীর মতে, আখলাক হলো হৃদয়ের অভ্যন্তরে এমন একটি প্রতিষ্ঠিত অবস্থা যেখান থেকে মানুষের কর্মধারা প্রবাহিত হয় এবং এর জন্য কোনো বর্ণনা প্রতিফলনের প্রয়োজন হয় না। সেই কার্যাবলি যদি শরী'আহ বা যুক্তির কষ্টিপাথরে উত্তম বলে বিবেচিত হয় তাহলে তাকে সৎ চরিত্র বলে অভিহিত

করা যায়। অন্যথায় যদি হৃদয় থেকে নিঃসৃত কার্যাবলির স্রোতের সাথে পঙ্কিলতার উচ্ছিষ্ট প্রবাহিত হয়, তাহলে তাকে দুশ্চরিত্রের কলঙ্কে আখ্যায়িত করা হয়। কাজেই বুঝা গেল যে, কাজের ভালো-মন্দ এসব দিকগুলোর বিবেচনায় হয়ে থাকে।

আত্মার এ ফ্যাকাল্টি যদি সুন্দর হয়, তাহলে তার চরিত্রেও অনাবিল সৌন্দর্যের রেনু বিচ্ছুরিত হয়; আর আত্মার এ ফ্যাকাল্টি যদি অসুন্দর হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে যদি ভালো বা মন্দ কাজ ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার অজ্ঞাতে ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। আত্মার এ অবস্থাকে টেপরেকর্ডের ভেতরের ক্যাসেটের সাথে অথবা একটি কম্পিউটারের ভেতরে save করা কোনো প্রোগ্রামের সাথে তুলনা করা যায়, যা বিশেষ বোতাম টিপ দেওয়ার সাথে সাথেই ক্যাসেটের অবস্থা বুঝা যায় অথবা কম্পিউটার বা ভিডিও পর্দায় ভেতরকার সংরক্ষিত বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ক্যাসেটের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, তা প্রকাশিত হবেই। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাসেটে যদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ঢুকানো থাকে তাহলে এর মালিক এ সঙ্গীত শুনতে অনীহা প্রকাশ করলেও তা অবিকলভাবে বাজতে থাকবে। একইভাবে কোনো আত্মা যখন গর্বে পরিপূর্ণ থাকে; তখন তার ব্যবহারেও সেই গর্বাভাব ফুটে উঠে যদিও সে অহংকার পছন্দ করে না। রাগান্বিত বা অহংকারে ফেটে পড়া তার কোনো অন্যায় নয়, বরং এটা তার আত্মার অপরাধ, যা তাকে অহংকারসুলভ আচরণের দিকে ঠেলে দেয়। কাজেই আখলাক হলো মানবাত্মার একটি বিশেষ অবস্থান। আত্মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো:

১. জ্ঞানের শক্তি; ২. রাগের শক্তি; ৩. ইচ্ছার শক্তি এবং ৪. কল্পনার শক্তি।

এ শক্তিগুলো যখন উৎকর্ষতায় পূর্ণ থাকে, তখন তাকে 'হুসনুল খুলূক' বা সচ্চরিত্র বলা হয়। আর যদি এগুলো উৎকর্ষতা হারায়, তখন তাকে দুশ্চরিত্র বলে। সুন্দর চরিত্রকে 'আখলাকে মামদূহা' এবং দুশ্চরিত্রকে 'আখলাক আল মাযমূমা' বলা হয়ে থাকে।

আখলাকের প্রকারভেদ

(ক) স্বভাবজাত ও (খ) অর্জনকৃত।

আমাদের আখলাকের এ দু'টো বিভাজন রয়েছে। জন্মের পর থেকে তবীয়তগত ভাবে আমাদের যে আচার-আচরণ তা-ই হলো 'স্বভাবজাত আখলাক'। আর আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেও যে নৈতিক গুণাবলি অর্জিত হয় তাকে বলা হয় 'অর্জনকৃত আখলাক'।

আখলাকের বিষয়বস্তু

অপরদিকে সম্পর্কের দিক থেকে আখলাক ও আচরণের বিষয়গুলো ৪ ভাগে বিভক্ত।

১. রবের সাথে আচরণ। যেমন– আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর হক আদায় করা ইত্যাদি।

২. নিজের সাথে আচরণ। যেমন– বিপদে ধৈর্যধারণ, হিকমতের সাথে কার্য সম্পাদন ইত্যাদি।

৩. অন্য মানুষের সাথে আচরণ। যেমন– সত্য বলা, আমানত রক্ষা ও ইনসাফ করা ইত্যাদি।

৪. প্রাণীকুলের সাথে আচরণ। যেমন– গৃহপালিত ও অন্যান্য পশু-পাখির প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন ও এদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

(১.২) আখলাকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আখলাক শব্দটি আরবী ভাষা হতে উৎকলিত। এর অর্থ হলো চরিত্র। চরিত্র ভালো-মন্দ দুই-ই হতে পারে। জান্নাতের পথে চরিত্রের কোনো বিকল্প নেই। বিপরীতে অসৎ চরিত্র হলো জাহান্নামের পাথেয়। অতীতে ইলমুল আখলাক বা ন্যায়শাস্ত্র বা নীতি বিজ্ঞান শিরোনামে আখলাককে একটি স্বতন্ত্র অধিতব্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। যদিও সাম্প্রতিক কালে মুসলিম জাতির স্থান সুন্দর চরিত্র গ্রহণকে যোগ্যমানের অনেক নিচে মনে করা হচ্ছে, তবুও এ অবস্থাকে সর্বকালের মুসলিম জ্ঞানী-গুণীগণ খুব বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি। এর চেয়ে বরং তারা অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয়কে অধিকতর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন। সাধারণ মুসলমানরা এবং বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ আখলাকের ধারণা, গুরুত্ব এবং প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে সম্যক অবগত নন। যদিও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের মধ্যে সৎ চরিত্রের একটি সুন্দর ও পরিপূর্ণ মডেল রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আখলাকের চিত্র, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করাই এ লিখনির মূল আলোচ্য বিষয়। এতে পাঠকগণ সহজেই উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ঐশী গ্রন্থের রেফারেন্স গ্রহণ করতে পারবেন।

১. নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধন

আল্লাহর নবীর (স) জীবন ছিলো ইসলামের জন্য নিবেদিত। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণী অনুসারে সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু নবী (স) কখনো বলেননি যে, তাঁর

মিশনের উদ্দেশ্য হলো নামায, রোযা বা ইত্যাদি ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা বরং তিনি বলেছেন যে, চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনই তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য। এ কথা থেকে মানবজীবনে আখলাকের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

আনাস বিন মালিক (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ.

"উত্তম চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"
(আল-বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১০/৩২৩)

তিনি আরো বলেছেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ

"আমি কেবল ভালো চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (আহমাদ: ২/৩৮১)

অতএব কারো চরিত্র ভালো হলে তার কথা ও কাজ সবই ভালো হয়ে যায় এবং শরীআত সম্মতভাবে এসব কিছুই সম্পাদিত হয়। আর সেই ব্যক্তিই ভালো মানুষ, যে উত্তম ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।

২. সুন্দর চরিত্রই সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হবার একমাত্র উপায়

চরিত্র ভালো-মন্দ বিচারের মাপকাঠি

একটা মানুষ ভালো কি খারাপ তা বুঝতে হলে তার আখলাকের পরিমাপ করতে হবে। প্রত্যেকটি বস্তু পরিমাপের জন্য হয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা গুণাগুণ বা পরিমাণগত একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কোনো শিক্ষার্থীর কৃতকার্য বা অকৃতকার্য হওয়ার পরিমাপ করতে সি.জি.পি.এ ব্যবহার করা হয়। অথবা তার ফলাফল নির্ধারণ করা হয় এ (A) বা এ প্লাস (A+) বা বি (B) ইত্যাদি সংকেত দ্বারা।

আবার কেজি দিয়ে চাল-ডাল, থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা, কাপড় মাপার জন্য যেমন ফিতা, তেমনই মানুষ মাপার জন্য হলো তার চরিত্র। সে ততটুকু পরিমাণ আল্লাহর কাছে প্রিয়, যতটুকু তার চারিত্রিক মাধুর্য থাকবে। আর তাই মানুষ মাপার মাপকাঠি হলো তার আখলাক। চরিত্র ভালো তো লোকটি ভালো। কারো আখলাক যদি ভালো থাকে তাহলে তিনি ভালো।

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স (রা)-র বর্ণনায় এ প্রসঙ্গে নবী (স) এর একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

তিনি (স) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقًا

"তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি।" (বুখারী: ৩৫৫৯ ও মুসলিম: ২৩২১)

উত্তম চরিত্র ঈমানকে পূর্ণতা দান করে

ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে আল্লাহর কাছে ঈমানদাররাই হলেন সফলক মানুষ। আল্লাহ তাআলা বলেন, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

"অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে।" (সূরা ২৩: মুমিনূন ১)

আর ঈমানের পূর্ণতা আসে চরিত্রের মাধূর্যতা দিয়ে। আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ.

"ঈমানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মুমিন তারাই যাদের চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোৎকৃষ্ট, যারা পরিবার-পরিজনের সাথে কোমল আচরণ করে।" (তিরমিযী: ২৬১২)

আল্লাহর নবী (স) আরো বলেছেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا.

"পরিপূর্ণ মুমিন তিনি যার চরিত্র তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তারা, যারা চরিত্রের দিক থেকে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" (তিরমিযী: ১১৬২) অর্থাৎ স্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীর চরিত্র ভালো, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে লোকই আল্লাহর কাছে চরিত্রবান।

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

أَحَبُّ عِبَادَ اللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً.

"আল্লাহর কাছে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় হলো সে, যে তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (আল-হাকেম: ৮২১৪)

৩. উত্তম চরিত্রের মর্যাদা নামায রোযারও উর্ধ্বে

নামায ও রোযা দুটোই ইসলামের ভিত্তি। নামায আদায় ছাড়া কোনো ইবাদতই কবুল হয় না। নামায তরককারী কুফুরীতে লিপ্ত। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে বেঈমান হয়ে কবরে যাবে এবং তার হাশর হবে ফেরাউনের সাথে। আর নবীজির (স) সুপারিশ তারা কিছুতেই পাবে না। অপরদিকে রোযা হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ। এতো গুরুত্বপূর্ণ দুটো ইবাদতের চেয়েও সুন্দর আখলাকের স্থান উর্ধ্বে।

আয়েশা (রা) নবীজি (স)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ.

"একজন মানুষ সৎ চরিত্রের মাধ্যমে ঐ মর্যাদা অর্জন করতে পারে, যে মর্যাদা একজন নামাযী ও রোযাদার নিয়মিত (নফল) রোযা ও রাত জেগে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে অর্জন করতে সক্ষম হয়।" (আবূ দাউদ: ৪৭)

৪. সচ্চরিত্রই বিপদ মুহূর্তে নবী (স)-এর প্রিয়তম ও নিকটতম করে তুলবে

প্রত্যেক মুসলমানই মহানবী (স)-এর কাছে প্রিয় ও আপন হতে চায়। তার চেয়ে আর কে বেশি সৌভাগ্যবান যেদিন সে তাঁর রাসূলের নিকট প্রিয়তম ও নিকটতম হতে পারবে। জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا

"শেষ দিবসে (কিয়ামতের দিন) আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও নিকটতম হবে তারা, যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী।" (তিরমিযী: ২০১৮)

অর্থাৎ চরিত্রবান লোকেরা সেদিন রাসূলের (স) সান্নিধ্যে তাঁর অতি কাছাকাছি অবস্থান করবে।

নবী (স) এও বলেছেন যে,

وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ

"আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপ্রিয় এবং কিয়ামত দিবসে আমার থেকে সর্বাধিক দূরে থাকবে তারা; যারা বাচাল ও চোয়াল নেড়ে উচ্চস্বরে কথা বলে এবং যারা অহংকারী।" (তিরমিযী: ২০১৮)

আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিবস হলো শেষ বিচার দিবস। কারণ এ দিনেই নির্ধারিত হবে কে জান্নাতে যাবে, আর কে জাহান্নামে যাবে। সেদিন একমাত্র মুহাম্মদ (স)-ই তাঁর উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুপারিশ করতে পারবেন। সেদিন যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয় ব্যক্তি হতে ও তাঁর কাছে থাকতে পারবেন তারা কতই না সৌভাগ্যবান, আর উন্নত চরিত্রের অধিকারীরাই হবে ঐসব ভাগ্যবান ব্যক্তি!

দ্বিতীয় অধ্যায়

চরিত্রের ভালো উপাদান

(২.১) অন্যের দোষ গোপন

কোনো মুসলিম কোনো ধরনের অপরাধ করলে তা বলাবলি না করা, তা প্রকাশ না করাকে আরবীতে বলা হয় ستر(সাত্‌র)। এর শাব্দিক অর্থ "কোনো কিছু গোপন রাখা, প্রকাশ না করা।" এটি একটি মানবীয় গুণ, যাকে ছোট করে দেখা যায় না। মুসলিম সমাজে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, এটা যারা পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ (সবকিছুই) জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।" (সূরা ২৪; নূর ১৯) আর যারা অন্যের দোষ প্রচার করে বেড়ায় তাদের অপরাধ আরো জঘন্য।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

"তোমরা মুসলমানদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়িওনা। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ ফাঁস করবে স্বয়ং আল্লাহ তার দোষ ফাঁস করে দেবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি ফাঁস করবেন তাকে তার বাড়িতেই বেইজ্জতি করবেন।" (আবূ দাউদ: ৪৮৮০)

রাসূল (স) আরো বলেছেন,

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"যে কেউ অন্য মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।" (মুসলিম: ২৬৯৯)

শুধু তাই নয়, নিজের দোষও প্রচার করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ

"আমার সব উম্মতকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তবে ঐসব লোক ছাড়া, যারা গুনাহ করে অন্যের কাছে তা বলে দেয়।" (বুখারী: ৬০৬৯)

কোনো পাপিষ্ঠ যখন পাপ কাজ করে অন্যের কাছে বলে দেয়, তখন ঐ লোকটি তার বিপক্ষে এ গুনাহের সাক্ষী হয়ে যায়। এ জন্য এ গুনাহটি আল্লাহ আর মাফ করবেন না। অতএব, গুনাহ হয়ে গেলে বান্দার উচিত চুপচাপ থাকা, কাউকে না বলা, বরং ক্ষমার জন্য নীরবে-নিঃশ অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করা। এতে সহজেই ক্ষমা লাভের আশা করা যায়। বিজ্ঞ আলেমদের মতে, গুনাহ করে নিজেই ফাঁস না করলে আল্লাহ তাকে হয়তো মাফ করে দেবেন, কোনো আযাব দেবেন না।

অতএব, নিজের বা অন্যের কোনো পাপই প্রচার করবে না, বিভিন্ন জনের কাছে বলে বেড়াবে না। এ গুণ যারা অর্জন করবে, মুমিনদের সঙ্গে তাদের ভালোবাসার গভীরতা সৃষ্টি হবে, তার সীমাহীন গুনাহ আল্লাহ নিজেই গোপন করে রাখবেন। তবে যদি কেউ কারো প্রতি যুলুম করে, ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় অথবা তার অপরাধ যদি সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক হয় তাহলে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তার দোষ গোপন রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

(২.২) অল্পে তুষ্টি

আল্লাহ তাআলা যতটুকু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকাকে বলা হয় অল্পে তুষ্টি। তা যত কমই হোক না কেন। আরবীতে এটাকে বলা হয় قناعة। (কানা'আহ)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

"অভাবী হওয়ার পরও যারা মানুষের কাছে হাত পাতে না তাদেরকে এবং যারা চেয়ে বেড়ায় তাদেরকে খানা খাওয়াও।" (সূরা ২২; হাজ্জ ৩৬)

এ আয়াতের প্রথম শব্দটিতে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে সাহায্য চায় না, তারাই অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি। এরা আল্লাহর প্রশংসার পাত্র।

ঈমানের ৬টি ভিত্তির ১টি হলো তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা। দারিদ্র্য বা দুঃখ-কষ্ট যাই থাকুক এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যতটুকু আল্লাহ দেন এর উপর সন্তুষ্ট থাকার নামই হলো অল্পে তুষ্টি। অনুপম চরিত্রের এটি এক মহৎ গুণ ও কঠিন পরীক্ষা। কারণ মুমিন বান্দার টার্গেট হলো আখেরাতের সাফল্য, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের বিজয় লাভ। দুনিয়ার কষ্ট যত বেশিই হোক আখেরাতের শাস্তির তুলনায় তা খুবই নগণ্য। আর দুনিয়ার ধন-জন-নিয়ামত যত বিশালই হোক জান্নাতের তুলনায় তা একেবারেই তুচ্ছ। এ জন্য অল্পে তুষ্টি অতি চমৎকার গুণাবলির এক উপাদান।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

"ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করল, প্রয়োজন মাফিক রিযিক পেল এবং এর উপরই আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট রাখল।" (মুসলিম: ১০৫৪)

যতটুকু রিযিক হলে কোনো রকমে জীবন অতিবাহিত হয় সেটাই হলো পরিমিত রিযিক। আর এরই উপর সন্তুষ্ট থাকা মুমিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

অল্পে তুষ্টি সম্পর্কে মনীষীগণের উপদেশ

আল্লাহ তাআলার কুদরত মানুষের বুঝার উপায় নেই। কাউকে তিনি ধনী, কাউকে ফকির বানিয়েছেন। তাই মনীষীগণ বলেছেন, তোমার ভাগে সম্পদ ও সুখ-শান্তি যতটুকু পড়েছে এতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকো। একদিনের খাবার যদি ঘরে থাকে এতে তুমি তুষ্ট থাকো। তুমি যদি পরমুখাপেক্ষী না থেকে বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য দু'আ করো। পক্ষান্তরে সম্পদের লোভ ও এর প্রাপ্তির কোনো শেষ নেই।

এক হাদীসে আছে, "মানুষের চাহিদা এত বেশি যে, পৃথিবীর মাটি ছাড়া বনী আদমের পেট ভরবে না।" প্রাচুর্যের লোভ এক প্রকার ফকিরি আলামত। অথচ শরীরের সবচেয়ে আরামদায়ক বিষয় হলো ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্ট থাকা।

সন্তুষ্টির স্থান হলো 'কলব'। যার কলবে অল্পে তুষ্টি আছে তার 'কলব' ধনী। যার কলব ধনী তার হাতও ধনী। বিপরীতে যার কলব দরিদ্র, ধন-দৌলত তার

কোনো উপকারে আসে না। যার কলবে সন্তুষ্টি বিরাজমান, সে লোক প্রশান্তচিত্ত নিয়ে জীবনযাপন করে। আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন ততটুকুর উপর রাজী-খুশি থাকাই হলো সন্তুষ্টি, স্বল্প জীবনোপকরণ নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই থাকে প্রকৃত আনন্দ।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি নামক এক মনীষী একদিন একটি শুকনো রুটি পানি দিয়ে ভিজিয়ে খেয়ে বলেন, এতটুকুতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকতে পারবে তার দুনিয়াতে আর কারো কাছে মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নেই। (মউসুআতুল আখলাক ২/৩৯৩)

অল্পে তুষ্টিতে বাধা

কিছু কিছু কারণে এ গুণটি অর্জনে অনেকেই অক্ষম হয়। আর তা হলো–

ধনী লোকদের সাথে বেশি বেশি উঠাবসা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ লাভের আশা করা, কুরআন অধ্যয়ন না করা, মৃত্যুর কথা স্মরণ না হওয়া, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে ডুবে যাওয়া, সম্পদের বাহাদুরী করা ইত্যাদি।

পরিত্রাণের উপায়

এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এগুলো পরিহার করা, এতদসঙ্গে নেক ভক্ত মনীষীদের জীবনাদর্শ অধ্যয়ন ও তা স্মরণে আনা, কম সম্পদ ও কম আরাম-আয়েশ আল্লাহর সিদ্ধান্ত– এ বিষয়ে অবিচল আস্থা রাখা। লোভ হলেই তা অন্তর থেকে সরিয়ে ফেলা, অর্থবিত্ত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমার চেয়ে কম কে, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া ও কবর যিয়ারত করা। আর জেনে রাখা যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মধ্যে রয়েছে কলবের পেরেশানি, যা আখেরাতকে ভুলিয়ে রাখে।

অল্পে তুষ্টির সুফল

অল্পে তুষ্টির অনেক উপকারিতা আছে। এতে যেমন আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা যায়, তেমনি মানুষের ভালোবাসা ও ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্তরে পাওয়া যায় প্রশান্তি, অন্যদের গীবত চোগলখুরি থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং মানুষের কাছে চাওয়ার অপমান থেকে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা হয়।

রাসূলে কারীম (স)-এর ভাষায় এজন্য দু'আও করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ.

"হে আল্লাহ! যে রিযিক তুমি আমাকে দিয়েছ এতেই আমাকে সন্তুষ্ট রেখ।"

পরিশিষ্ট

শিক্ষার্থীদের জন্য নমুনা প্রশ্নপত্র

[পাঠ মূল্যায়নের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষান্তর করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা যাবে।]

প্রথম অধ্যায়: আখলাক ও মূল্যবোধ

১. ক) আখলাক অর্থ কী? আখলাকের সংজ্ঞা দিন। আখলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

খ) আখলাক কত প্রকার ও কী কী? সম্পর্কের দিক থেকে আখলাকের শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করুন।

২. ক) আখলাকের ভূমিকা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

খ) "সুন্দর চরিত্রই সর্বোত্তম মানুষের পরিণত হবার একমাত্র উপায়" কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে বক্তব্যটির ব্যাখ্যা করুন।

৩. ক) মুহাম্মদ (স)-এর অনুপম চরিত্রের নমুনা তুলে ধরুন।

খ) কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে একজন মুমিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪. ক) কী কী উপায় অবলম্বনে আখলাক উন্নত করা যায়?

খ) চরিত্র সুন্দর করার জন্য কিছু উপদেশ আলোচনা করুন। (যেকোনো ... টি)

৫. সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য আমরা কী কী দু'আ করতে পারি? হাদীসের উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: চরিত্রের ভালো উপাদান

১. ক) আমানত এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

খ) মুনাফিকের আলামত কয়টি ও কী কী? নেতৃত্বের জন্য ইমাম শাফেয়ী কী কী গুণাবলি উল্লেখ্য করেছেন? আমানতের ক্ষেত্রগুলো বিবরণ দিন।

২. ক) ইহসান বলতে কী বুঝায়? ইহসান কত প্রকার ও কী কী?

খ) ইহসানের ক্ষেত্রসমূহ ও উপকারিতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৩. ওয়াদা পুরণের শরয়ী গুরুত্ব ও ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম সুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৪. ক্ষমা একটি উত্তম মানবিক গুণ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করুন।

৫. গোপনীয়তা কোন কোন বিষয়ে এবং কেন? নবী ইয়াকুব (আ) ও নবী মুহাম্মদ (স) উক্তিগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৬. চারিত্রিক সচ্ছতা গুরুত্ব ও তা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ এবং এ গুণগুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনাা করুন।

৭. ক) তাওবা কী? তাওবার উপকারিতা, তাওবা কবুলের শর্ত কয়টি ও কী কী?

খ) রাসূলুল্লাহ (স) দৈনিক কতবার তাওবা করতেন? তাওবা করলে কী পরিমাণ গুনাহ মাফ হয় এবং নগত কী পুরস্কার পাওয়া যায়? কী ভাষা ও শব্দ চয়নে তাওবা করবো? সর্বোত্তম তাওবা কী এবং এর ফযিলত বর্ণনা করুন।

৮. ক) তাকওয়া কী? মুমিনের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব এবং সাহাবীদের জীবন থেকে তাকওয়ার উপমা দিন?

খ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাকওয়ার ইহকালীন উপকারিতা বর্ণণা করুন।

৯. ক) কুরানের বর্ণিত তাকওয়ার পরকালীন উপকারিতাগুলোর বিবরন দিন।

খ) হাশরের ময়দানে তাকওয়াবিহীন লোকদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দিন। তাকওয়া আপনার কাছে আছে কিনা তা কিভাবে যাচাই করবেন?

১০. দয়ার উপকারিতা ও নিষ্ঠুরতার পরিণাম বর্ণনা করুন। এর সাথে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিল দিন।

তৃতীয় অধ্যায়: চরিত্রের মন্দ উপাদান

১. 'অপরাধ' বলতে কী বুঝায়? অপরাধ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ৪০টি বড় অপরাধ বা কবীরাহ গুনাহ উল্লেখ করুন।

৩. 'অপচয়' কাকে বলে? অপচয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৪. 'অন্ধ অনুকরণ' বলতে কী বুঝায়? অন্ধ অনুকরণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৫. 'অলসতা' কী? অলসতার কারণ, পরিণাম ও অলসতা থেকে মুক্তির উপায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৬. 'অশ্লীলতা' বলতে কী বুঝায়? অশ্লীলতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৭. "অশ্লীলতা সমাজে নানা অপরাধের জন্ম দেয়"- মন্তব্যটি বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করুন।

৮. 'অস্থিরতা' কাকে বলে? অস্থিরতার নেতিবাচক দিক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৯. 'কু-ধারণা' বলতে কী বুঝায়? কু-ধারণা সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও কু-ধারণার পরিণতি আলোচনা করুন।

১০. 'কুসংস্কার' কী? সমাজে প্রচলিত ৪০টি কুসংস্কার উল্লেখ করুন।

চতুর্থ অধ্যায়: অধিকার ও কর্তব্য

১. আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহর প্রধান দু'টি হক দলীলসহ আলোচনা করুন।

২. ইবাদত কবুলের শর্ত কয়টি ও কী কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৩. শির্ক কাকে বলে? শির্কের পরিণামগুলো বিস্তারিত লিখুন।

৪. আমাদের সমাজে প্রচলিত ২০টি/৪০টি শির্ক উল্লেখ করুন।

৫. কুসংস্কার বলতে কী বুঝায়? আমাদের সমাজে প্রচলিত ২০টি/৪০টি কুসংস্কার বর্ণনা করুন।

৬. মাতা-পিতার হক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা/বর্ণনা করুন।

১. 'অপরাধ' বলতে কী বুঝায়? অপরাধ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ৪০টি বড় অপরাধ বা কবীরাহ গুনাহ উল্লেখ করুন।

৩. 'অপচয়' কাকে বলে? অপচয় সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৪. 'অন্ধ অনুকরণ' বলতে কী বুঝায়? অন্ধ অনুকরণ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৫. 'অলসতা' কী? অলসতার কারণ, পরিণাম ও অলসতা থেকে মুক্তির উপায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৬. 'অশ্লীলতা' বলতে কী বুঝায়? অশ্লীলতা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করুন।

৭. "অশ্লীলতা সমাজে নানা অপরাধের জন্ম দেয়"- মন্তব্যটি বাস্তবতার আলোকে মূল্যায়ন করুন।

৮. 'অস্থিরতা' কাকে বলে? অস্থিরতার নেতিবাচক দিক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৯. 'কু-ধারণা' বলতে কী বুঝায়? কু-ধারণা সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও কু-ধারণার পরিণতি আলোচনা করুন।

১০. 'কুসংস্কার' কী? সমাজে প্রচলিত ৪০টি কুসংস্কার উল্লেখ করুন।

চতুর্থ অধ্যায়: অধিকার ও কর্তব্য

১. আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহর প্রধান দু'টি হক দলীলসহ আলোচনা করুন।

২. ইবাদত কবুলের শর্ত কয়টি ও কী কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

৩. শির্ক কাকে বলে? শির্কের পরিণামগুলো বিস্তারিত লিখুন।

৪. আমাদের সমাজে প্রচলিত ২০টি/৪০টি শির্ক উল্লেখ করুন।

৫. কুসংস্কার বলতে কী বুঝায়? আমাদের সমাজে প্রচলিত ২০টি/৪০টি কুসংস্কার বর্ণনা করুন।

৬. মাতা-পিতার হক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা/বর্ণনা করুন।